

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৭৪

১/ বিবিধ

আরবী

ردوا مذمة السائل ولويمثل رأس الذباب

موضوع

رواه العقيلي في " الضعفاء " (ص 37) عن عثمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا إسحاق بن نجيح عن عطاء عن عائشة مرفوعا. ذكره في ترجمة إسحاق بن نجيح هذا، وروى عن ابن معين أنه قال: " كان ببغداد قوم يضعون الحديث، كذايين منهم إسحاق بن نجيح الباهلي ". وعن أحمد أنه قال: " هو من أكذب الناس ". وعن البخاري: " منكر الحديث ". وفي " التهذيب ": " وقال ابن الجوزي: أجمعوا على أنه كان يضع الحديث ". وقد زعم الذهبي أن إسحاق هذا راوي الحديث ليس هو الملطي الوضاع، فقال بعد أن ذكره من طريق العقيلي: " قلت: ما هذا بالملطي، ذا آخر، والآفة من عثمان الوقاصي ". قلت: قد ذكر الحافظ في " التهذيب " من شيوخه عطاء الخراساني وهذا الحديث من روايته عن عطاء كما ترى، والظاهر أنه الخراساني، وعليه فإسحاق بن نجيح هو الملطي الوضاع، وعليه جرى العقيلي كما سبق، وهو الأقرب إلى الصواب. والله أعلم. وعلى كل حال فإنه إن سلم من الملطي فلن يسلم من عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي كما قال الذهبي، وهو كذاب أيضا. فالعجب من السيوطي كيف أورد الحديث في " الجامع الصغير " من رواية العقيلي هذه! دون أن يذكر – كما هي عادته – كلام مخرجه في راويه! وأعجب منه أن الحافظ العراقي سكت عنه أيضا في " المغني " (1 / 226) على خلاف غالب عادته فيه! وقال المناوي: " قال ابن

الجوزي: حديث لا يصح، والمتهم به إسحاق بن نجيح، قال أحمد: ... " فذكر ما تقدم عنه. ومن المصائب أنه وقع متن الحديث في " شرح المناوي " مرموزا له بالصحة! وهذا من الأمثلة الكثيرة، على أن رموز الجامع لا يوثق بها، وقد ذكرت بعض الأمثلة الأخرى في مقدمة كتابي " ضعيف الجامع الصغير وزيادته

বাংলা

১৯৭৪। তোমরা ভিক্ষুকের অমর্যাদাকর অবস্থাকে একটি মাছির মাথার সমপরিমাণ বস্তু দ্বারা হলেও প্রতিহত কর।

হাদীসটি বানোয়াট।

এটিকে ওকাইলী “আযযুয়াফা” গ্রন্থে (পৃঃ ৩৭) উসমান ইবনু আব্দুর রহমান হতে, তিনি ইসহাক ইবনু নাজীহ হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীসটিকে ইসহাক ইবনু নাজীহের জীবনীতে উল্লেখ করে ইবনু মা'ঈনের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ বাগদাদে এক সম্প্রদায় ছিল যারা হাদীস জাল করতো, তারা মিথ্যুক। তাদের মধ্যে ইসহাক ইবনু নাজীহ বাহেলীও ছিলেন। ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেনঃ তিনি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক। ইমাম বুখারী হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। “আততাহযীব” গ্রন্থে এসেছেঃ ইবনুল জাওযী বলেনঃ মুহাদ্দিসগণ এ মর্মে ইজমা করেছেন যে, তিনি হাদীস জালকারী ছিলেন।

হাফিয় যাহাবী ধারণা করেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী এ ইসহাক হাদীস জালকারী মালাতী নন। তিনি ওকাইলীর সূত্রে তাকে উল্লেখ করার পর বলেছেনঃ ইনি মালাতী নন, বরং অন্য কেউ। হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে উসমান অকাসী।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাফিয় ইবনু হাজার “আততাহযীব” গ্রন্থে তার শাইখদের মধ্যে আতা আলখুরাসানীকে উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসটি আতা হতে তার বর্ণনাকৃত হাদীস যেমনটি দেখছেন। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তিনি খুরাসানী। অতএব ইসহাক ইবনু নাজীহ হচ্ছেন জালকারী মালাতী এবং এটিই সঠিকের নিকটবর্তী। আল্লাহই বেশী ভালো জানেন।

যাই হোক যদি সনদটি মালাতী হতে নিরাপদও হয়, তবুও এটি উসমান ইবনু আব্দুর রহমান অকাসী হতে নিরাপদ নয় যেমনটি হাফিয় যাহাবী বলেছেন। আর তিনিও একজন বড় মিথ্যুক।

আজব ব্যাপার এই যে, সুযুতী কিভাবে এটিকে "আলজামেউস সাগীর" গ্রন্থে ওকাইলীর এ বর্ণনা হতে উল্লেখ করলেন অথচ বর্ণনাকারী সম্পর্কে তার কথা উল্লেখ করলেন না! আরো আজব ব্যাপার এই যে, হাফিয় ইরাকীও “আলমুগনী” গ্রন্থে (১/২২৬) তার অভ্যাসের বিপরীত করে তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর মানবী বলেছেনঃ

ইবনুল জাওযী বলেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়। ইসহাক ইবনু নাজীহ এটির ব্যাপারে দোষী। ইমাম আহমাদ বলেনঃ। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বড় মুসীবাত হচ্ছে এই যে, হাদীসটির ভাষাকে “শারহুল মানবী”তে সহীহ হিসেবে আলামাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, “আলজামে” গ্রন্থে ব্যবহৃত আলামাতের উপর নির্ভর করা যায় না।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72857>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন